উপসংহার

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি সবক্ষেত্রেই 'সাবলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গীয় তত্ত্ব' বিশ্লেষিত হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে সাবলটার্ন ঠিক কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়? কীভাবেই বা 'সাবলটার্ন' তত্ত্ব ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের পরিসর ছাড়িয়ে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসর দখল করল? কীভাবেই বা বাংলা উপন্যাস আলোচনাতে নিম্নবর্গীয় বিচারের প্রকল্প প্রবর্তিত হল আর বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাস এই তত্ত্বগত বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে থাকল? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিশ্লেষিত হয়েছে; গ্রাম্‌সীর চেতনায় সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত, রণজিৎ গুহ-র ভাবনায় 'নিম্নবর্গ' পরিভাষাটির আদিরূপের পরিবর্তিত স্বরূপ সন্ধান, আর গায়ত্রী চক্রবর্তীর জিজ্ঞাসায় তার বিনির্মাণ। এভাবেই তৈরি করে নেওয়া হয়েছে নিম্নবর্গের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বিশ্লেষণের জগৎ।

'সাবলটার্ন' ইতিহাস নিয়ে আলোচনার বহুপূর্বেই বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা, তাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু ঔপন্যাসিক নিজস্ব অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। ধাপে ধাপে সেই অভিমত ক্রমশ প্রসারিত হয়েছিল। আস্তে আস্তে তাঁরা মন ও মননের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করেছেন, তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, স্বাতন্ত্র্য, জীবনকে তার যথার্থ রূপে পরিস্ফুট করার ইচ্ছা থেকেই তাঁদের উপন্যাস হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের মানুষের সমগ্র জীবনইতিহাস। এই বিষয়টি আলোচনার শিরোনাম, 'বাংলা উপন্যাস ও নিম্নবর্গের ধারাবাহিক উত্থান।

এতদিন যা ছিল সচেতন প্রয়াস তা-ই একদিন পরিণত হয়ে গেল স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে। মূলধারার সমান্তরালে প্রবাহিত ধারাপথ কীভাবে প্রধান ধারাতে পরিণত হয়ে গেল। কীভাবে ঘটে গেল সে-আলোড়ন? আসলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বুকে সত্তর দশক এরকমই একটি আলোড়িত, জটিল ও বহুমাত্রিক সময়। যখন শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষের মধ্যেও দেখা গেল শ্রেণী চেতনার সংগ্রামী বিকাশ, জন্ম নিল বিপ্লবের স্বপ্ন। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সত্তর দশক মাটির সঙ্গে মানুষের বদলে যাওয়া সম্পর্ককে নতুন করে আবিষ্কার করল। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তিক মানুষের চলমান সম্পর্ককে নতুন ভাবনায় প্রতিষ্ঠা করল। সে-মুহূর্তে যে-সময়টা ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে বা পরবর্তী পর্বে যে-সময়টা ইতিহাস হয়ে যাবে, সেই সময়ের ভেতর ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে ধারণ করে সত্তর দশক এভাবেই হয়ে উঠল 'নিম্নবর্গ ভাবনার নতুন আলোক'।

নব আলোকে উদ্ভাসিত ঔপন্যাসিকরা প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে লিখতে গিয়ে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রকে আরও ব্যাপ্ত করলেন। সময়ের কাছে দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করে খুব সচেতনভাবেই তাঁরা শুধু পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যই লেখার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত করে নিলেন নিজেদের। মানবদরদী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। সত্তর দশকের আন্দোলন শুধুমাত্র কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখককে নয়, কলম ধরিয়েছিলেন একদল দায়বদ্ধ লেখককে। তাঁরা সাহিত্যের শিকড় সন্ধান করেছিলেন দেশ-জাতি-সংস্কৃতির গোড়ায় গিয়ে। তাঁরা বাংলা উপন্যাসকে দীর্ঘকালের 'বিবেকহীন বাস্তব-বিমুখতা' থেকে মুক্ত করলেন। এখানে সত্তর পরবর্তীকালের একটি নির্দিষ্ট সময় (১৯৮০-২০০০) থেকে নেওয়া নির্বাচিত পাঠকৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই বিষয়ের উপস্থাপন, একটা সময়, সচেতন প্রয়াস থেকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল, তা-ই অতি সাম্প্রতিকে এসে অতি স্বাভাবিক কাঙ্খিত বাস্তব ধারায় পরিণত হয়ে গেল। একাজে এইসময়ের লেখকেরা অবলম্বন করলেন দেশের মাটি থেকে উঠে আসা সাহিত্য-লোককথা, মিথ, মঙ্গলকাব্যগুলির উপরিতলের হাজার ভাঙাগড়ার তলে তলে বয়ে যাওয়া আবহমান জনজীবনধারাকে। ইউরোপীয় ভাবনার প্রান্তিকতাকে অতিক্রম করে নতুন সম্ভাবনার দুরধিগম্য জনপথগুলিকে উন্মোচিত করলেন। উপন্যাস-কাঠামোয় দেশজ খড়-মাটি প্রলেপের সার্থক ব্যবহারে নির্মাণ করলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ভারতীয় আখ্যান-প্রতিমা। উঠে এল 'ওপেন এনডেড প্রান্তিক বাস্তবতা'। রচিত হল 'ঔপনিবেশিক বিবেকের মহাসন্দর্ভ'। এভাবেই উঠে এল 'নিম্নবর্গ ভাবনার নতুন সাহিত্যিক নির্মাণ, জায়মান সমাজ-বীক্ষা।' এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকের (২০০০-২০১১) নির্বাচিত কিছু উপন্যাস।

পরিশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আমাদের গবেষণার বিষয় কি কিছু বিতর্কের জন্ম দিল? বা প্রসারিত করল পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রকে? এর উত্তর তো সময়ই দিতে পারবে। এখন অপেক্ষা সেই সময়ের।